কুষ্টিয়ার পদ্মা-গড়াইয়ে বাড়ছে পানি, প্লাবিত অনেক গ্রাম

কুষ্টিয়ায় পদ্মা ও তার প্রধান শাখা গড়াই নদীতে পানি বাড়ছে। এতে জেলার বন্যা ও ভাঙন পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।

অপরদিকে দৌলতপুর উপজেলার পদ্মা তীরবর্তী চরাঞ্চলের দুই ইউনিয়নের ৩৭টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। সেখানকার অন্তত ৫০ হাজার মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। শিশু, বৃদ্ধ মানুষ ও গবাদিপশু নিয়ে চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে তারা।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যমতে, কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘন্টায় পদ্মায় পানি বেড়েছে দশমিক ৩ মিটার। এই সময়ে পদ্মার প্রধান শাখা গড়াইয়ে দশমিক ৪ মিটার পানি বেড়েছে। এখন পানি বিপদসীমার কাছাকাছি দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পদ্মার হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পানির বিপদসীমা ১৪ দশমিক ২৫ মিটার থেকে মাত্র দশমিক ৫ মিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এদিকে প্রতিবারের মতো এবারও দৌলতপুর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ১৯টি গ্রামের মধ্যে ১৭টি গ্রাম ও চিলমারী ইউনিয়নের ২০টি গ্রাম মোট ৩৭ গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। সেখানকার বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় ওই সকল গ্রামের ৫০ হাজার মানুষ এখন পানিবন্দি অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছে।

বন্যাকবলিতরা বলেন, বন্যায় আমন ধান, পাটক্ষেত ও মরিচক্ষেতসহ বিভিন্ন ধরনের কয়েক হাজার হেক্টর জমির ফসল পানিতে তলিয়ে গেছে। বিশুদ্ধ পানি ও পশু খাদ্যেরও সংকট দেখা দিয়েছে। পর্যাপ্ত ত্রাণ সহায়তা পাননি তারা।

দৌলতপুর আসনের সংসদ সদস্য এ্যাড. আ. কা. ম. সরওয়ার জাহান বাদশাহ্ শুক্রবার পরিদর্শন করে বলেন, বন্যাকবলিত এলাকায় ইতোমধ্যে ১ হাজার পরিবারের মধ্যে ১০ মেট্রিকটন চাল, ৩ লাখ টাকার খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মানুষের আশ্রয়ের জন্য এলাকার স্কুলসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে। দ্রুত সময়ে বন্যার্তদের আরও ত্রাণ সহায়তার কথা জানিয়ে স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের কথা জানিয়েছেন এই সংসদ সদস্য।

কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ড এর তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আব্দুল হামিদ বলেন, গত কয়েকদিন ধরে অস্বাভাবিক হারে পানি বৃদ্ধির ফলে কুষ্টিয়া-হরিপুর শেখ রাসেল সেতু রক্ষা বাঁধসহ নদীতীরবর্তী বিভিন্ন উপকূলে ভাঙন পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। ভাঙনরোধে বিভিন্ন স্থানে বালুর বস্তা ফেলছে পানি উন্নয়ন বোর্ড।

তিনি বলেন, এভাবে পানি বাড়তে থাকলে আগামীকালের মধ্যে পানি বিপদসীমা ছুঁয়ে ফেলবে। এতে আরও ক্ষয়ক্ষতি বাড়তে পারে।

কুষ্টিয়ায় বোমা বানাতে গিয়ে বিষ্ফোরণঃ স্বামী স্ত্রী আহত : আটক-৩

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বোমা বানাতে গিয়ে বিষ্ফোরণ ঘটে বোমা তৈরীর কারিগর আবু বক্কর (২৭) ও তার স্ত্রী মধুবালা ওরফে মধু (২৪) আহত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের সীমান্ত সংলগ্ন বিলগাথুয়া গ্রামে এ বোমা বিষ্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

আহত আবু বক্কর ও তার স্ত্রী মধুবালাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ ৩জনকে আটক করেছে।

আটককৃতরা হলেন, উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের সীমান্ত সংলগ্ন বিলগাথুয়া গ্রামের ইয়াকুব মন্ডলের ছেলে সাবেক ইউপি সদস্য আবুল কালাম (৪৫), মৃত আমিরুল মাষ্টারের ছেলে বিকু আলী (৪০) ও তাহের আলীর ছেলে রায়হান আলী (২২)।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বিলগাথুয়া গ্রামের ইন্তাজ মন্ডলের ছেলে আবু বক্কর ও তার স্ত্রী মধুবালা নিজ বাড়িতে বোমা তৈরী করছিল। এসময় একটি বোমা বিকট শব্দে বিষ্ফোরণ ঘটলে বক্কর ও তার স্ত্রী মধুবালা গুরুতর আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। বোমা বিষ্ফোরণের সময় ঘরের টিনের চালা উড়ে যায় বলে স্থানীয়

ইউপি সদস্য ইসমাইল হোসেন জানান।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রাগপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আশারফুজ্জামান মুকুল মাষ্টার জানান, বিলগাথুয়া গ্রামের নিজ বাড়িতে আবু বক্কর ও তার স্ত্রী মধুবালা ওরফে মধু বোমা বানানোর সময় একটি বোমার বিষ্ফোরণ ঘটলে বক্কর ও তার স্ত্রী মধু আহত হয়। আহতদের মধ্যে আবু বক্করের অবস্থা গুরুতর। আহতদের উদ্ধার কুষ্টিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিষ্ফোরিত বোমায় ঘরের টিন ও চালা উড়ে যাওয়ার কথাও তিনি জানান।

বোমা বিষ্ফোরণের বিষয়ে জানতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাসির উদ্দিন জানান, বোমা তৈরী করতে গিয়ে বিষ্ফোরণ ঘটে আবু বক্কর ও তার স্ত্রী মধু আহত হয়েছে। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে এলাকার লোকজন। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৩জনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এবং ঘটনাস্থল থেকে বিষ্ফোরিত বোমার আলামত উদ্ধার করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) আশরাফুল আলম জানান, বোমায় আহতদের হাত, মুখসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। এর মধ্যে আবু বক্করের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

কুষ্টিয়া পাসপোর্ট অফিসের এডি’র ইন্ধনে আনসার সিন্ডিকেটই এখন বড় দালাল

করোনাকালীন সময়ে দীর্ঘদিন ধরে লকডাউন থাকায় কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের কার্যক্রম সীমিত আকারে চলছিল। বর্তমানে পুরোদমে চলছে কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস। জেলার হাজার

হাজার পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের উপচে পড়া ভীড় লক্ষ্য করা গেছে। এই সুযোগে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের জিম্মি করে আনসার সদস্য কালাম ওস্তাদ, আনিস, মোমিন ও রফিককে দিয়ে সহকারী পরিচালক জাহিদুল হক নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন ঘুষ বানিজ্যে। তারই ধারাবাহিকতায় গত মঙ্গলবার আনিস নামের এক আনসার সদস্য অর্থসহ সাংবাদিকদের কাছে হাতেনাতে ধরা খেলো। মূলত পাসপোর্ট অফিসে এখন কোন দালাল নেই সহকারী পরিচালকের ইন্ধনে আনসার সদস্যরা এখন দালালে রূপান্তরিত হয়েছে বলে ভুক্তভোগীরা প্রতিবেদককে বলেন।
পাসপোর্ট অফিসের মূল ফটকে অবস্থানরত আনসার সদস্যরা পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র চেক করতে দেখা যায়, মূলত কাগজপত্র দেখার কোনো এখতিয়ার তাদের নেই তবুও সহকারি পরিচালকের ইন্ধনে তারা প্রতিটা পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের কাগজের কমতি দেখিয়ে প্রতিদিন হাতিয়ে নিচ্ছে হাজার হাজার টাকা। আর এই কাজে সহকারী পরিচালককে সরাসরি সহযোগিতা করছে পাসপোর্ট অফিসে কর্মরত আনসার সদস্যদের। আনসার সদস্যরা মূল ফটকে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের কাছ থেকে কি পরিমান অর্থ আদায় করছে তা সিসি ফুটেজে সহকারী পরিচালক নিজের রুমে বসেই দেখছেন। অথচ তিনি নীরব কেন? সকলের মনে একটাই প্রশ্ন? তার ইন্ধনে এই সকল অবৈধ কাজ কর্মগুলো চালিয়ে যাচ্ছে আনসার সদস্যরা।
এ বিষয়ে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, বর্তমানে অফিস খোলায় পাসপোর্টের কার্যক্রম করতে বিভিন্ন ধরনের কারন দেখিয়ে নানাভাবে আমাদেরকে হয়রানি করা হচ্ছে। কখনো বলা হচ্ছে সারভার বন্ধ। আবার কখনো বলছে, কাগজপত্র কমপ্লিট হয়নি। দৌলতপুর থেকে আসা এক পাসপোর্ট প্রত্যাশী আরো জানায়, অফিসের গেটে আনসার সদস্যরা আমাদেরকে আড়ালে ডেকে সরাসরি ঘুষ দাবী করে বলছে, সব কাগজপত্র ঠিক হয়ে যাবে, সারভারেও কোনো সমস্যা থাকবে না, শুধু পাসপোর্ট প্রতি ১২শ থেকে ১৫শ টাকা দিতে হবে। যে আগে টাকা দিবে তার কাজ আগে হবে আর যে পরে টাকা দেবে তার কাজ পরে হবে, আর যে টাকা দেবে না তাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের এমন বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে পাসপোর্ট অফিসে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, গেটে অবস্থানকারী আনিস নামের এক আসনার সদস্য পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের আড়ালে ডেকে সরাসরি ঘুষ দাবী করছে এবং ঘুষের টাকা গ্রহন করছে।
এবিষয়ে ঘূষ গ্রহনকারী আনসার সদস্য আনিসের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি কোনো ঘূষ দাবী করছি না। পাসপোর্ট প্রত্যাশীরা খুশি হয়ে আমাকে মিষ্টি খেতে টাকা দিয়ে যাচ্ছে। অত:পর এক পাসপোর্ট প্রত্যাশীকে আনসার সদস্যসের মুখোমুখি করে ঘুষের টাকার বিষয়ে

জিঞ্জাসাবাদ করলে, আনসার সদস্য সরাসরি সহকারী-পরিচালকের রুমে নিয়ে যায় সাংবাদিকদের। তার রুমে নিয়ে গিয়ে সবকিছুর দোষ চাপালেন এডির উপর। আনসার আনিস সকলের উপস্থিতিতে বলেন, আমি কিছুই জানি না, সব স্যার জানে।
তারমানে একটাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, সহকারি পরিচালক এর নির্দেশে আনসার সদস্যদের দিয়ে সিন্ডিকেট তৈরি করে বহিরাগত দালালদের হটিয়ে নিজেদের সদস্যদেরকে দালাল বানিয়ে দিনের দিন ফিঙ্গার দিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকা।
এ বিষয়ে কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সহকারী-পরিচালক জাহিদুল হক বলেন, এই অফিসে ঘুষ বানিজ্য চলছে বলে আমি শুনেছি । তবে এ বিষয়ে এখনো কোনো অভিযোগ আমার কাছে আসেনি। তবে আপনারা যেহেতু ঘূষ বানিজ্যের প্রমানসহ আমার কাছে এসেছেন আমি বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখবো।

দৌলতপুরে বন্যার পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বন্যার পানিতে ডুবে সিয়াম (৭) ও ঝুমা আক্তার
(৭) নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার দুপুরে দৌলতপুর উপজেলার চিলমারী ইউনিয়নের দক্ষিণ খারিজারথাক গ্রামে বাড়ির পাশের জলাশয়ে ডুবে তাদের মৃত্যু হয়।

নিহত শিশু সিয়াম উপজেলার চিলমারী ইউনিয়নের দক্ষিণ খারিজারথাক গ্রামের ছিদ্দিক মোল্লার ছেলে ও ঝুমা আক্তার মনি একই এলাকার জমাদারের মেয়ে।

হায়দারের চর এলাকার টুটুল বিশ্বাস বলেন, আমাদের এলাকায় চারিদিকে এখন পানি আর পানি। বাড়ীর পাশেই এ দুই শিশু ডুবে মারা যায়।

চিলমারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সৈয়দ আহমেদ জানান, পদ্মা নদীর

পানি বেড়ে বন্যার সৃষ্টি হওয়ায় আমার ইউনিয়নের চিলমারীর চরান্চলে বন্যার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। বুধবার দুপুরের দিকে বাড়ীর পাশেই জলাশয়ের গভীরে পড়ে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়।

ছাত্রীকে বাড়িতে একা পেয়ে ধর্ষণের চেষ্টা, যুবক গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে কলেজছাত্রীকে (১৯) ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত রোববার দুপুরে ছাত্রীর বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল সোমবার কুমারখালী থানায় আসামির বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার মামলা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত যুবক গাফফার হোসেন (২০) শিলাইদহ ইউনিয়নের বেলগাছি গ্রামের মুসা মন্ডলের ছেলে। সে অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র।

পুলিশ ও এজাহার সূত্রে জানা যায়, দুপুর ১২ টার দিকে বাড়িতে কেউ না থাকা অবস্থায় ওই ছাত্রী ঘরের দরজা খোলা রেখে শুয়ে ছিলো। এসময় গাফফার তাদের বাড়িতে আসে এবং ছাত্রীকে একা পেয়ে তাকে জাপটে ধরে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে।

ছাত্রীটির চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে গাফফারকে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে দুজনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে ওই ছাত্রীর ভাই বাদী হয়ে গাফফারের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন।

এ ব্যাপারে কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক পুলিশ পাঠিয়ে দিয়ে গাফফার নামের যুবককে থানায় আনা হয়। পরে ছাত্রীটির বড় ভাই ধর্ষণচেষ্টার মামলা করেছেন।এবং আটককৃত যুবককে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ‘কিশোর-কিশোরী ক্লাবের’ ক্রীড়া ও বাদ্যযন্ত্র বিতরণ

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘কিশোর-কিশোরী ক্লাব’ স্থাপন প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ক্রীড়া সামগ্রী ও বাদ্যযন্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলার ১৩টি ক্লাবে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদফতরের আয়োজনে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাধন কুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মর্জিনা খাতুন, জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি আতিকুর রহমান অনিক, ক্লাব কো- অর্ডিনেটর, জেন্ডার প্রমোটরসহ সংগীত শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরে উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নে ১৩টি ‘কিশোর-কিশোরী ক্লাবে’ হারমোনিয়াম, তবলা, কেরামবোর্ড, দাবা সেট, লুডু সেট ও করোনার সুরক্ষা সামগ্রী হিসেবে হ্যান্ডস্যানিটাইজার, মাস্ক তুলে দেন।

কুষ্টিয়ায় করোনায় প্রাণ গেল সাবেক সিভিল সার্জন সালেহ আহমেদ

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার কৃতী সন্তান ডা. সালেহ আহমেদ (৭০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। রোববার দুপুরে ঢাকার বাংলাদেশ

স্পেশালিস্ট হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের পূর্ব ফিলিপনগর গ্রামের মরহুম আফসার উদ্দিন মাস্টারের ছেলে। কর্মজীবনে তিনি দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টিআইসি, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এছাড়া কুষ্টিয়া মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। সর্বশেষ সাতক্ষীরা জেলার সিভিল সার্জন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপর তিনি চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করেন। মৃত্যুর আগে অবসরকালীন নিজ এলাকায় বিভিন্ন ক্লিনিক-হাসপাতালে মানুষের চিকিৎসা সেবা দিতেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) তৌহিদুল ইসলাম তুহিন ও ফিলিপনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফজলুল হক কবিরাজ।

জানা গেছে, করোনায় আক্রান্ত হলে প্রায় ২ সপ্তাহ আগে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয় ডা. সালেহ আহমেদকে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বাংলাদেশ স্পেশালিস্ট হসপিটালে ভর্তি করা হয়। সেখানে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় আইসিইউ ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় করোনার কাছে হার মেনে মারা যান তিনি।

ডা. সালেহ আহমেদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সর্বস্তরের জনগণ। মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান তারা।

এ বিষয়ে কথা বলার জন্য একাধিকবার কল করলেও রিসিভ করেননি কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এম এ মোমেন ও ভারপ্রাপ্ত আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) আশরাফুল আলম।

দৌলতপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও তৌহিদুল ইসলাম তুহিন বলেন, এক মাস আগে ডা. সালেহ আহমেদ করোনায় আক্রান্ত হন। এরপর তিনি কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় বাংলাদেশ স্পেশালিস্ট হসপিটালে ভর্তি ছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার দুপুরে তিনি

মারা যান।

শোক দিবসে কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুলিশ সুপার খাইরুল আলমের শ্রদ্ধা নিবেদন

বাঙ্গালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা,সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কুষ্টিয়া জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) মোঃ খাইরুল আলম বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

রবিবার সকাল পৌনে ৯ টার দিকে কুষ্টিয়া পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে তিনি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলম এই মহান নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সেখানে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করেন। এ সময় পুলিশের একটি সুসজ্জিত চৌকস দল রাষ্ট্রীয় সালাম জানায় এবং বিউগলে করুণ সুর বেজে ওঠে।

এর আগে সকাল ৮ টায় কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন এসপি মোঃ খাইরুল আলম।এ সময় কুষ্টিয়া জেলাপ্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম সহ জেলা প্রশাসন ও কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
পরে সকাল সাড়ে ৮টায় কুষ্টিয়া মজমপুর বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুস্পস্তবক অর্পন করেন তিনি।

পুষ্পস্তবক অর্পণের পর স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারবর্গ সহ ১৫ আগস্ট শাহাদত বরনকারী সকল শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও

মোনাজাত করা হয়। মোনাজাতে দেশের অব্যাহত, শান্তি ও সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করা হয়।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন,কুষ্টিয়া জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অপরাধ) মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জেলা বিশেষ শাখা) মোঃ ফরহাদ হোসেন খাঁন,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল মোঃ আতিকুল ইসলাম,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর মোঃ রাজিবুল ইসলাম,ডিআইও-১,আর আই সহ জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

বঙ্গবন্ধু অসম্প্রদায়ীক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন বাঙালি জাতিকে…ডিসি সাইদুল ইসলাম

১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কুষ্টিয়ায় বিস্তর কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

দিবসটি পালন উপলক্ষে রবিবার সকাল ৯টায় কালেক্টর চত্বরে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুস্পস্তপক অর্পন করেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার মো: খাইরুল আলম।

এতে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, সরকারের সকল দপ্তরের সংশ্লিষ্টরা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানের শিক্ষক শিক্ষার্থী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থাও এতে অংশগ্রহণ করে।

পরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একজন ব্যক্তিই নন, বাঙালি জাতির জন্য একটি আদর্শ। তার জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। বঙ্গবন্ধুর আরেক নাম স্বাধীন বাংলাদেশ। বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু তার গোটা জীবন

ব্যয় করেছেন উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক বলেন, শুধু একটি দেশ তিনি স্বাধীন করেননি, তিনি আমাদের দিয়েছেন একটি পবিত্র সংবিধান। যে অসাম্প্রদায়িক দেশের স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন, আমাদের সংবিধানে তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। তিনি অসম্প্রদায়ীক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন বাঙালি জাতিকে।

পরে কোরআন খতম, বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সেই দিন নিহত তার পরিবারের সকল শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়।

কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুনাক সভানেত্রী দিলরুবা আলমের শ্রদ্ধা নিবেদন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কুষ্টিয়া পুলিশ নারী কল্যান সমিতি (পুনাক) এর পক্ষ থেকে পুনাক সভানেত্রী মিসেস দিলরুবা আলম (সহধর্মিণী পুলিশ সুপার কুষ্টিয়া) বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

রবিবার সকালে কুষ্টিয়ায় জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে তিনি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন।
বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর পুনাক সভানেত্রী মিসেস দিলরুবা আলম এই মহান নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সেখানে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণের পর স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারবর্গ সহ ১৫ আগস্ট শাহাদত বরণকারী সকল শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। মোনাজাতে দেশের অব্যাহত, শান্তি ও সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করা হয়।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন খায়রুন নেসা,সাধারণ সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষ (সহধর্মিণী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান), সহধর্মিণী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডিএসবি, সহধর্মিণী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল, সহধর্মিণী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর), সহধর্মিণী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ভেড়ামারা সার্কেল, সহধর্মিণী সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মিরপুর সার্কেল, ও পুনাক কুষ্টিয়ার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।